(বিশেষ ক্রোড়পত্র) প্রকাশনা-পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সহযোগিতায়- তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পানি দিবস' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। 'বিশ্ব পানি দিবস' এর এবারের প্রতিপাদ্য 'Valuing Water' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জীবনের মূল উপাদান হচ্ছে পানি। পানি ব্যবস্থাপনার ওপর খাদ্য নিরাপত্তা অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কৃষি, বনজ, প্রাণী ও মৎস্য উন্নয়নে পানি প্রধান উপাদান। কৃষিসহ দৈনন্দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় পানির স্তর ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। ভূ-পরিস্থ পানির অপ্রতুলতার কারণে ভূপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সমন্বিত ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার ভূ-গর্ভস্থ পানির বিদ্যমান পরিস্থিতির যৌক্তিক উন্নয়ন এবং নিয়মিতভাবে ঘাটতি পূরণে ভূ-পরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নদী ও খাল পুনঃখননের পাশাপাশি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পাকৃতিক জলাধারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণসহ নতুন জলাধার ও অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সঠিক পানি ব্যবস্থাপনায় সরকারের এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

পানির সাথে জলবায়ুর রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। গৃহস্থালি, কল-কারখানা, কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পানির ব্যবহারে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি এবং শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টির কারণে আমাদের দেশের প্রাণিকূল ও জীববৈচিত্র্য তথা প্রকৃতি প্রতিনিয়তই হুমকির মুখে পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা যেন কোনোভাবেই পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত না করে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষম হবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'বিশ্ব পানি দিবস-২০২১' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পানি দিবস ২০২১' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব পানি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Valuing Water' প্রাসঙ্গিক, অর্থবহ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি এবং টেকসই উন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পানি ছাড়া আমাদের জীবন যেমন অচল; তেমনি জলবায়ু ও প্রকৃতি- যা আমাদের জীবন ও জীবিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তার স্বাভাবিক প্রবাহের জন্যও পানি অপরিহার্য।

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। টেকসই ও দ্রুত উন্নয়নের জন্য আমাদের এখনই পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগ সরকার টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা প্রদানসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও পানি দূষণ কমাতে সক্ষম হবে। পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণের মধ্যে প্রকৃতি, পানি ও জলবায়ু বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।
আমি বিশ্ব 'পানি দিবস ২০২১'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

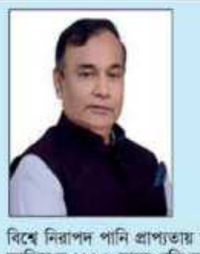

প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বে নিরাপদ পানি প্রাপ্যতায় সংকট নিরসন ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরনের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ ১৯৯২ সালে প্রতি বছর ২২ মার্চ কে 'বিশ্ব পানি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৯৩ সাল থেকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্বে প্রতিবছর এ দিনটি 'বিশ্ব পানি দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে। এবছর বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Valuing Water" যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশসহ সব ধরনের উন্নয়নের সাথে নদী ও পানি সম্পদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গঙ্গা,ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনা নদীসমূহের অববাহিকাভিত্তিক দেশসমূহের মধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ আজ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। একইসঙ্গে এই মাস স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী হিসেবে বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

আমাদের দেশের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার ও পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। জীবন ও জীবিকার জন্য যে পানি অত্যাবশ্যক, বাংলাদেশে সে পানির অতি আধিক্য ও অতি স্বল্পতা একটি স্বাভাবিক চিত্র। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষি, নৌ-চলাচল, মৎস্য ও পরিবেশের ভারসাম্য এবং ক্রমবর্ধমান শিল্প বিকাশের চাহিদা মেটাতে পানির প্রয়োজন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্যে পানির প্রাপ্যতা ও এর সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এতে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও আমরা সফল হবো।

বাংলাদেশ একটি অপরা সম্ভবনার দেশ। তাই বর্তমান সময়ে যে কোনো বিষয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবনসহ তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। আমি বিশ্বাস করি দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে তথ্য প্রযুক্তির সার্বিক ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ খরা, বন্যা, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, লবনাক্ততা, পলি সঞ্চালন, জলাবদ্ধতা ও বিভিন্ন দুর্যোগসমূহের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে।
পরিশেষে মুজিববর্ষে বিশ্ব পানি দিবস ২০২১ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

জাহিদ ফারুক, এমপি

উপমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘ বিশ্ব পানি দিবস-২০২১ এর জন্য 'Valuing Water' প্রতিপাদ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বিশ্ব পানি দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন করছে। পানি সম্পদের গুরুত্ব সঠিকভাবে মূল্যায়নকে বিবেচনায় রেখে এবারের প্রতিপাদ্য 'Valuing Water' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।
পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষি উৎপাদনকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদন এবং একই সাথে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হবে। শুধুমাত্র পানির যথাযথ ও পরিমিত ব্যবহার এ সমস্যা থেকে পৃথিবীবাসীকে মুক্তি দিতে পারে। ভবিষ্যতে পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব খাদ্য উৎপাদনের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনা বাংলা রূপায়নে নদী মাতৃক আবহমান বাংলায় পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহন করেছে।
দেশের ৬৪.৯৬ লক্ষ হেক্টর একাকাকে বন্যামুক্ত রাখতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৬৩৫৩ কিঃ মিঃ বাঁধ নির্মাণ করে। এছাড়া, ৫৭৮৮ কিঃ মিঃ উপকূলীয় বাঁধ, ৭৯৪০ কিঃ মিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং ২৬২৫ কিঃ মিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ করা হয়। ২০১৯ সালে ৬৫৩ কিঃ মিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত করা হয়। এবছর সারাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৭২.৮১৬ কিঃ মিঃ বাঁধ জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা হয় যা পানির সর্বোত্তম ব্যবহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা সুদূরপ্রসারী। তিনি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রণয়ন করেছেন 'শতবর্ষী ডেল্টাপ্ল্যান', যার ৮০% কাজ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে। দেশকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত রাখা এবং মননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গড়ে তুলছে এক জলবায়ু সহিষ্ণু ডিজিটাল বাংলাদেশ। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে পানির সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
বিশ্ব পানি দিবস-২০২১ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি

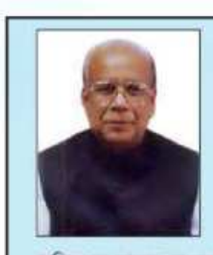

সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

বাণী

জাতিসংঘের আহ্বানে বাংলাদেশ প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও "বিশ্ব পানি দিবস ২০২১" উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ২২ মার্চ ২০২১ দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আমাদের কৃষি ও অর্থনীতিসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই পানির ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান উন্নয়নবান্ধব সরকার SDG-6 এর সাথে সমন্বয় করে দেশের উন্নয়নে শতবর্ষ মেয়াদী "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০" প্রণয়ন করেছে। হাওর অঞ্চলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে "হাওর মহাপরিকল্পনা" বাস্তবায়ন করেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের নদী দূষণরোধ ও নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "River Master Plan" প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর সঠিক ও সুষ্ঠ বাস্তবায়নের সুবিধার্থে "বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮" প্রণয়ন করেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করে নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখননকৃত বালু/মাটি ব্যবস্থাপনা, অবৈধ দখল উচ্ছেদ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ উন্নয়ন কার্যক্রমে সরাসরি সম্পৃক্ত আছেন। সরকারি উদ্যোগের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং প্রত্যেক নাগরিকের সচেতন দায়িত্ববোধই পারে বাংলাদেশে পানি সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে।

'বিশ্ব পানি দিবস ২০২১' এর প্রতিপাদ্য হলো "Valuing Water"। দিবসটির তাৎপর্যকে সামনে রেখে এবং মুজিব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভূক্ত সংস্থাসমূহ বেশ কিছু কর্মসূচি পালন করছে।

আমি আশা করি যে, এই দিবস উদযাপন এবং এর তাৎপর্য অনুধাবনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে পানি ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্ব পানি দিবস ২০২১ সফল হউক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

রমেশ চন্দ্র সেন, এম পি
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

২২ মার্চ, বিশ্ব পানি দিবস। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতিসংঘ ২২ মার্চকে 'বিশ্ব পানি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এ বছর বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Valuing Water'। আমরা জানি সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য পানির উৎস সীমিত।আবার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দরুন পৃথিবীব্যাপী সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য পানির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ও এর ব্যতিক্রম নয়। এ অবস্থায় প্রকৃতিতে লভ্য পানির যথাযথ ও উপযুক্ত মূল্যায়ন সময়ের দাবি। এ প্রেক্ষিতে এ বছরের বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য "Valuing Water" খুবই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি।

আবহমান কাল থেকে পানিকে কেন্দ্র করেই এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা পরিচালিত হয়ে আসছে। তাই পানি কেন্দ্রিক দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বন্যা থেকে সুরক্ষা,নদী ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রন, নদী শাসন এবং নাব্যতা রক্ষা সহ সামগ্রীক নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নগর বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রণীত দীর্ঘমেয়াদি 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাঙ্খিত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনে সহায়ক হবে।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অন্যতম নিদর্শন। বাংলাদেশ পানির উন্নয়ন বোর্ড কতৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে প্রায় ৬৪.৯৬ লক্ষ হেক্টর এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন এবং সেচ সুবিধার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্প পূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হচ্ছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জনের এ যাত্রায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ণ বোর্ড অন্যতম অংশীদার।

ভবিষ্যতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পানি মূল্যায়ণ জরুরি। পানির একক বৈশিষ্ট্য ও বহুবিধ ব্যবহারের কারণে পানির মূল্যমান নির্ণয়ন সরল, একরৈখিক নয়। এ বছর বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য পানির মূল্যমান নির্ণায়নের ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী আলোচনা, বিতর্ক ও উপলব্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশেও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানির যথাযথ মূল্যায়নের উপলব্ধি সমাজে প্রোথিত হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বিশ্ব পানি দিবস-২০২১ আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী

সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের মিঠা পানি বা Fresh Water এর টেকসই উন্নয়ন, সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতি বছরের ২২ মার্চ কে "বিশ্ব পানি দিবস" বা World Water Day হিসেবে ঘোষণা করেছে। পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের ২১ তম প্রস্তাবনা অনুসারে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি বছরই সারা বিশ্বে এ দিনটি "বিশ্ব পানি দিবস" বা World Water Day হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি দেশে পানি আহরণ ও সরবরাহ এর ব্যবহার বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পানির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পানি দিবস ২০২১' উদযাপিত হচ্ছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ২০২১ সালের পানি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Valuing Water", আমাদের দেশের জন্য যা খুবই অর্থবহ বলে আমি মনে করি।

পানির প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা **শেখ হাসিনা** দীর্ঘমেয়াদি ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ ঘোষণা করেছেন, এটি সুষ্ঠ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অসাধারণ পথ নির্দেশনার দলিল। সুনির্দিষ্ট, সময়াবদ্ধ একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এখন **এই ব-দ্বীপ** পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে চলেছে।

দেশের উন্নয়নে **পানি সম্পদের** টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্রমোচন করে আমরা ২০৪১ সালে একটি **উন্নত দেশে পরিণত হতে** পারবো, যা হবে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের **সোনার বাংলা** গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়।

কবির বিন আনোয়ার